দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

Report

মাতাঝিল মডেলের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

নিজামুল হক ॥ অবৈধ নিয়োগসহ প্রায় ২ কোটি টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পার পেয়ে যাচ্ছেন মতিঝিল মডেল স্কু এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জিনাত সুলতানা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) এ ধরনের ব্যাখ্যার কারণেই তিনি আর্থিক দুর্নী থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। সূ জানায়, ২০০২ সালের ৫ অক্টোবর পরিদর্শন নিরীক্ষা অধিদপ্তর এক তদন্তে মতিঝিল মডে স্কুলের অধ্যক্ষসহ ১৩ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোটি ৯৮ লাখ টাকার অনিয়ম পেলেও দীর্ঘ পাঁ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন ব্যবস্থা নেয়নি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় উক্ত অধ্যক্ষের অবৈধভা উত্তোলিত টাকা আদায়ের উদ্যোগ নিলেও মাউ ভুল তথ্য দিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে চাইছে।

এদিকে নিরীক্ষা অধিদপ্তর তদন্ত রিপো উল্লেখ করে, জিনাত সুলতানা একক প্রার্থী হিসা মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজে ইংরেজি বিষ প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন। অথচ মাউশি নিয়ম অনুযায়ী একমাত্র উপস্থিত প্রার্থীকে নির্বাচ করা যাবে না। মাউশি প্রেরিত এক পত্রে উল্লে আছে পুন:বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে একমাত্র প্রার্থী নিয়োগ দেয়া হলে তিনি সরকারি বেতন প্রাপ হবেন না। কিন্তু উক্ত অধ্যক্ষ একমাত্র প্রার্থী হিসা নিয়োগ লাভ করে ১৪ বছর ধরে সরকারি বেত উত্তোলন করছেন, যা অবৈধ। নিরীক্ষা অধিদপ্ত তদন্তে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ পাবা পর সরকারি তহবিল থেকে উত্তোলিত সকল টাক সরকারি কোষাগারে জমাদানের জন্য শিক্ষ মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়। কিন্তু দীর্ঘ ৫ বছরে এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি কোন ব্যবস্থ নেয়নি। গত ১৪ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যুগ সচিব নজরুল ইসলাম খান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে অধ্যক্ষ কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহীত টাকা সরকারি কোষাগারে জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন মাউশিকে নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

১৮ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ের চিঠির জবাবে মাউশি মহাপরিচালক কে এম আওরঙ্গজেব স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে বলা হয়, একক প্রার্থী হিসাবে জিনাত সুলতানার নিয়োগ বৈধ হবে না, এমন কোন বিধি নেই। তাই তার বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। চিঠির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে বুঝানো হয়েছে যে অধ্যক্ষের নিয়োগ বৈধ। চিঠিতে বলা হয়, মডেল হাইস্কুলের অডিট আপত্তি রয়েছে ১ কোটি ৯৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৫৭ হাজার ৯০৩ টাকা ফেরত দিয়েছে। চিঠিতে ১ কোটি ৩৯ লাখ ৪৯ হাজার টাকা নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ৪৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা প্রতিষ্ঠানের কাছে এখনও পাওনা রয়েছে বলে মাউশি চিঠিতে উল্লেখ করে।

মাউশি ১৯৯০ সালের ২২ আগষ্ট এক চিঠিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন বোর্ডে একজন প্রার্থী উপস্থিত হলে বা শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন একাধিক প্রার্থী পাওয়া গেলে পুন:বিজ্ঞপ্তি ছাড়া একমাত্র উপস্থিত প্রার্থীকে নির্বাচন করা যাবে না। অথচ এ বছর ১৮ জানুয়ারি মাউশি মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষকে একমাত্র প্রার্থী হিসাবে নিয়োগ বৈধ বলে উল্লেখ করে। শিক্ষাভবনের একাধিক কর্মকর্তা বলেছেন, নিয়োগ পরীক্ষায় একক প্রার্থী হলে তার নিয়োগ বৈধ নয় বিষয়টি জেনেও আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে আইনের অপব্যাখ্যা দ্বারা অধ্যক্ষের নিয়োগ বৈধ উল্লেখ করা হয়েছে। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) পরিচালক অধ্যাপক মাহফুজা বেগম বলেন, নিয়োগ পরীক্ষায় একজন প্রার্থী হলে তার নিয়োগ বৈধ হবে না। আইনের অপব্যাখ্যা দিয়ে মতিঝিল